ক্র.নং	কর্মকর্তা	কমিটিতে পদবি
৭	প্রতিনিধি মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৮	প্রতিনিধি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৯	প্রতিনিধি ব্যানবেইস (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
১০	প্রতিনিধি iBass++, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১১	প্রতিনিধি এসইডিপি (পিসিইউ)	সদস্য
১২	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাউশি অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	পরিচালক, সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (স্কিম)	সদস্য-সচিব

৮.১.১. উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির কর্মপরিধি:

i. উপবৃত্তি কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে।
ii. নির্দিষ্ট সময় অন্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।
iii. উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য আবেদন ফরম মূল্যায়ন করে নির্বাচনী নম্বর (Cut-off mark) নির্ধারণ করবে।
iv. উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাধ্যমিক পর্যায়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যার ন্যূনতম ৩০% নিশ্চিত করবে।
v. উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী করার জন্য নবতর কলা কৌশল চালু করবে।
vi. উপবৃত্তি কার্যক্রমে সমাজে প্রভাব পরিমাপে সময়ে সময়ে সমীক্ষা পরিচালনা করবে।
vii. কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করবে।
viii. কমিটি কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার এবং প্রয়োজনে একাধিকবার বসতে পারবে।

৮.২ উপজেলা/মেট্রোপলিটন এলাকার উপদেষ্টা কমিটি:

এই কমিটি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের তথ্যাদির সঠিকতা প্রয়োজনে পুনরায় যাচাই বাছাই করতে পারবে। এমনকি প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকে প্রেরিত আবেদনপত্রের সঠিকতা নিয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন অথবা বাতিলকৃত আবেদনপত্রের উপর শুনানি গ্রহণ করতে পারবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা/অভিভাবকের বাড়ি পরিদর্শনপূর্বক পুনর্বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে। কমিটির সিদ্ধান্তের পর সভার কার্যবিবরণীসহ উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকা হতে অনলাইনে HSP-MIS সফটওয়্যারের নির্ধারিত বাটনে ক্লিক করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এমআইএস সেল এ প্রেরণ করা হবে; একইসাথে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকা হতে ব্যানবেইজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করা হবে। এই কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো সংখ্যক সভায় মিলিত হতে পারবে। তবে উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার **উপদেষ্টা কমিটিতে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনসমূহ বিবেচনা করা হবে কেবল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কমিটির সদস্য হিসাবে সভায় উপস্থিত থাকবেন।**

৮.২.১ উপজেলা উপদেষ্টা কমিটি:

ক্র. নং	কর্মকর্তা/ শিক্ষক	কমিটিতে পদবি
০১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
০২	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান[৮]	সদস্য
০৩	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার	সদস্য
০৪	উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৫	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	সদস্য
০৬	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য-সচিব

৮.২.২ মেট্রোপলিটন (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা) এলাকার জন্য উপদেষ্টা কমিটি:

ক্র/নং	কর্মকর্তা / শিক্ষক/জনপ্রতিনিধি	কমিটিতে পদবী
০১	সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার	সভাপতি
০২	সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৩	থানা একাডেমিক সুপারভাইজার	সদস্য
০৪	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সদস্য
০৫	থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য-সচিব

৮.৩ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি:

এই কমিটি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করবে। কমিটির সদস্যগণ প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর বাড়ি পরিদর্শন করে আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদির সত্যতা যাচাই বাছাই করবে। আবেদনপত্রের সত্যতা যাচাই বাছাই শেষে 'আবেদনপত্রের সকল তথ্যাদি সঠিক আছে' মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্রসহ প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর সকল আবেদনপত্র প্রেরণ করবে। তবে **প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের কমিটিতে উপকারভোগী নির্বাচনে কোনো অসত্য তথ্য প্রদান বা অনিয়ম করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে**। এই কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো সময়ে সভায় মিলিত হতে পারবে।

৮.৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি:

ক্র. নং	কর্মকর্তা / শিক্ষক / জন-প্রতিনিধি	কমিটিতে পদবি
০১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সভাপতি
০২	ইউনিয়ন পরিষদ/পৌর সভার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার/কাউন্সিলর	সদস্য
০৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শ্রেণি-শিক্ষক	সদস্য-সচিব

[৮] অনুচ্ছেদ ৮.২.১ ও ৮.২.২ এ – বর্নিত উপজেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার উপদেষ্টা কমিটিতে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনসমূহ বিবেচনা করা হবে কেবল সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কমিটির সদস্য হিসেবে সভায় উপস্থিত থাকবেন। তবে সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন।

৮.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি (মেট্রো এলাকার জন্য):

ক্র. নং	কর্মকর্তা / শিক্ষক / জন-প্রতিনিধি	কমিটিতে পদবি
০১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান	সভাপতি
০২	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ১জন সদস্য (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত)[৯]	সদস্য
০৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শ্রেণি-শিক্ষক	সদস্য-সচিব

৯. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়সূচি / সিডিউল:

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের পিছিয়ে পড়া ও গরীব শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাসিক বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন পরিশোধ, পুস্তক ক্রয় ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফি প্রদানসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণা, প্রতিষ্ঠান প্রধান, ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সদস্য, উপজেলা, থানা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজনের জন্য অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও কর্মসূচি চলাকালে একটি ফলাফল সমীক্ষা (Impact Study) পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। এই কর্মসূচির অধীনস্থ অন্যান্য উপকর্মসূচির সময়সূচি এবং সম্ভাব্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো।

সূত্র- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের স্মারক নং ৩৭-০০-০০০০-০৮১-৯৮-০০১-১৯-২৩৭-তারিখ-১১ জুলাই ২০১৯

কর্মসূচি	বিনির্দেশক	পরিমাপের একক	ভিত্তিবছরে সম্ভাব্য ফল	বছরওয়ারী কর্মসূচির লক্ষ্য				
				১ম বর্ষ ১৮-১৯	২য় বর্ষ ১৯-২০	৩য় বর্ষ ২০-২১	৪র্থ বর্ষ ২১-২২	৫ম বর্ষ ২২২৩
কর্মসূচি অনুমোদন	অনুমোদন	তারিখ	----	--	--	--	--	--
কর্মসূচির কার্যক্রম ম্যানুয়েল অনুমোদন	ঐ	ঐ	--	----	জানু-২০	--	--	--
গণমাধ্যমে প্রচারণার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ	কর্ম-পরিকল্পনা	ঐ	-----		আগস্ট ১৯২০	--	--	--
গণমাধ্যমে প্রচারণার উপকরণ প্রস্তুত	উপকরণ প্রস্তুত	ঐ	-----		নভেম্বর ২০			
মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার	প্রকাশিত ও সম্প্রচার	ঐ	-------		ডিসেম্বর ২০	ডিসেম্বর ২১	ডিসেম্বর ২২	-
মাঠ পর্যায়ে প্রচারণা	প্রচারণা শুরু করা	ঐ	-------		নভেম্বর ১৯	নভেম্বর ২০	নভেম্বর ২১	
জাতীয় পর্যায়ে ৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা			--------					
৬ষ্ঠ ও ১১শ শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন	৬ষ্ঠ শ্রেণির উপকারভোগী নির্বাচন	ঐ	৪১৮৭৭৫	মে-১৯	ফেব্রুয়ারি ২৯	ফেব্রুয়ারি ২১	ফেব্রুয়ারি ২২	ফেব্রুয়ারি ২৩
	১১শ শ্রেণির উপকারভোগী নির্বাচন	ঐ	৩১০০০০	জুন-১৯	জুলাই ২০	জুলাই ২১	জুলাই ২২	মে-২৩

[৯] সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক সদস্য হিসাবে কাজ করবেন।

৭—

কর্মসূচি	বিনির্দেশক	পরিমাপের একক	ভিত্তিবছরে সম্ভাব্য ফল	বছরওয়ারী কর্মসূচির লক্ষ্য				
				১ম বর্ষ ১৮-১৯	২য় বর্ষ ১৯-২০	৩য় বর্ষ ২০-২১	৪র্থ বর্ষ ২১-২২	৫ম বর্ষ ২২২৩
উপবৃত্তি বিতরণ	৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি বিতরণ	ঐ	৪০০০০০০	জুন ১৯	ডিসেম্বর-১৯ ও মে ২০	মে-২১ ও ডিসেম্বর ২১	মে-২২ ও ডিসেম্বর ২২	মে ২৩
বেইজ লাইন ভেলিডেশন পরিচালনা	সমীক্ষা পরিচালনা	ঐ	--		ফেব্রুয়ারি-২০	--	--	--
সমীক্ষা	সমীক্ষা প্রতিবেদন বিতরণ	ঐ	--	--	মে-২০	--	--	--
মধ্যবর্তীকালীন সমীক্ষা পরিচালনা	সমীক্ষা পরিচালনা	ঐ	------		অক্টোবর-২০	--	---	--
	প্রতিবেদন বিতরণ	ঐ	------		নভেম্বর-২০	---	--	--
কর্মসূচির সমাপ্তি উত্তর সমীক্ষা	কর্মসূচির সমাপ্তি উত্তর সমীক্ষা পরিচালনা	ঐ	-------				জুন-২২	
	প্রতিবেদন বিতরণ	ঐ	------				সেপ্টেম্বর-২২	
কর্মসূচির ইম্প্যাক্ট স্টাডি	কর্মসূচির ইম্প্যাক্ট স্টাডি	ঐ	------			ডিসেম্বর ২১		
	প্রতিবেদন বিতরণ	ঐ	------				ফেব্রুয়ারি ২২	
উপকারভোগীদের ডাটাবেইস প্রস্তুত ও সংরক্ষণ	ডাটাবেইস প্রস্তুত	ঐ	-------	মে ১৯				
	ডাটাবেইস নিয়মিত আপডেইট রাখা	ঐ	------	সেপ্টেম্বর ১৯	ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর ২০	ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর ২১	ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর ২২	ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টম্বর ২৩
প্রতিষ্ঠান প্রধান,ব্যবস্থাপনা / পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সদস্য, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষাকর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজনের জন্য অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রশিক্ষণ পরিচালনা	সংখ্যা	--------	৩০৪	১৯৬	--	--	--
কর্মসূচির উপবৃত্তি বিতরণ ব্যবস্থাকে ব্যাংক থেকে G2P System-এ রূপান্তর করা	G2P System এর উপযোগী করে কর্মসূচির MIS তৈরি করা	তারিখ	-------		জুন-২০	-	--	---

১১. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া:

সাধারণতঃ দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৬ সালের প্রতি পরিবারের আয়-ব্যয় জরিপে (Household Income Expenditure Survey 2016) ব্যবহৃত দারিদ্র্য এবং পিএমটিভিত্তিক প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে প্রণীত আবেদন ফরমের তথ্যাদি যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

১১.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচিতে যোগদান করতে পারবে-

- কোনো নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কলিজিয়েট স্কুল অথবা ১১শ-১২শ শ্রেণি সম্পন্ন কোনো কলেজ দেশের সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড হতে পাঠদান অনুমতি/ স্বীকৃতি প্রাপ্ত;
- কোনো স্কুল কলেজ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং ৯ম-১০ম শ্রেণি এবং ১১শ-১২শ শ্রেণি খোলার অনুমতিপ্রাপ্ত;
- দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা, যা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত; এবং ৯ম-১০ম শ্রেণি এবং ১১শ-১২শ শ্রেণি খোলার অনুমতিপ্রাপ্ত;
- উপরে বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সরকার ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কর্তব্য এবং বিভিন্ন শর্তাদি প্রতিপালনের তালিকা (ম্যানুয়েলের সংলগ্নী-০৯) ।
- কোনো প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি না থাকলে উপবৃত্তির অন্যান্য কাগজপত্রে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (উপজেলার ক্ষেত্রে) এবং মেট্রোপলিটান এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার স্বাক্ষর করবেন।

১১.২ উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন:

এই কর্মসূচির উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে সমাজের গরীব, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার সুযোগ পায়। একই সাথে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ (SDG-Sustainable Development Goal) অভীষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ যথাক্রমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) এবং নারী পুরুষ সমঅধিকার (Equal access for all women and men) অর্জনে সমর্থ হয়।

১১. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া:

সাধারণতঃ দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৬ সালের প্রতি পরিবারের আয়-ব্যয় জরিপে (Household Income Expenditure Survey 2016) ব্যবহৃত দারিদ্র্য এবং পিএমটিভিত্তিক প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে প্রণীত আবেদন ফরমের তথ্যাদি যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

১১.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচিতে যোগদান করতে পারবে-

- কোনো নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কলিজিয়েট স্কুল অথবা ১১শ-১২শ শ্রেণি সম্পন্ন কোনো কলেজ দেশের সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড হতে পাঠদান অনুমতি/ স্বীকৃতি প্রাপ্ত;
- কোনো স্কুল কলেজ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং ৯ম-১০ম শ্রেণি এবং ১১শ-১২শ শ্রেণি খোলার অনুমতিপ্রাপ্ত;
- দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা, যা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত; এবং ৯ম-১০ম শ্রেণি এবং ১১শ-১২শ শ্রেণি খোলার অনুমতিপ্রাপ্ত;
- উপরে বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সরকার ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কর্তব্য এবং বিভিন্ন শর্তাদি প্রতিপালনের তালিকা (ম্যানুয়েলের সংলগ্নী-০৯) ।
- কোনো প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি না থাকলে উপবৃত্তির অন্যান্য কাগজপত্রে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (উপজেলার ক্ষেত্রে) এবং মেট্রোপলিটান এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার স্বাক্ষর করবেন।

১১.২ উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন:

এই কর্মসূচির উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে সমাজের গরীব, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার সুযোগ পায়। একই সাথে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ (SDG-Sustainable Development Goal) অভীষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ যথাক্রমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) এবং নারী পুরুষ সমঅধিকার (Equal access for all women and men) অর্জনে সমর্থ হয়।

১১.৩ উপবৃত্তি প্রাপ্তির শিক্ষার্থীর যোগ্যতা:

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী হিসাবে মূলতঃ নিম্ন-আয় পরিবারের শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষভাবে প্রণীত একটি আবেদনপত্রে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই , উপজেলা এবং মেট্রোপলিটান এলাকা পর্যায়ে গঠিত উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই এবং সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ট্রাস্ট অফিসের এমআইএস সেলে HSP-MIS সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রজন্ম (বীর মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনী), তৃতীয় লিঙ্গ, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন ছিটমহলে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী এই কর্মসূচির আওতায় আসবে।

১১.৪ উপবৃত্তি প্রাপ্তি অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতা:

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি কোনো লিঙ্গভিত্তিক কর্মসূচি নয়। এই কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত সকল শিক্ষার্থীই নিম্নে বর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মাসিক উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই ক্রয় বাবদ অর্থ ও পরীক্ষার ফি সহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি পেতে থাকবে-

- শতকরা ৭৫ ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদিবসে উপস্থিত থাকতে হবে;
- বার্ষিক এবং অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর পেতে হবে;
- অবিবাহিত থাকতে হবে;
- সরকারি কোনো উৎস থেকে উপবৃত্তি অথবা অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষাভাতা গ্রহণ না করা।[10]

উপরোক্ত শর্তাবলী সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে (Management Information System) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা সবসময় হালনাগাদ করে রাখবে এবং উপবৃত্তির পে-রোল তৈরি করার সময় এ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই একজন শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি অব্যাহত থাকবে কী না তা নির্ধারিত হবে।

১১.৫ উপকারভোগী নির্বাচন কৌশল ও পদ্ধতি:

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি পিএমটি (Proxy Means Testing) ও দারিদ্র্য ভিত্তিক মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করে। উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালে Household Income Expenditure Survey-তে ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে ৪৫টি প্রশ্ন সম্বলিত আবেদনপত্রের একটি ফরমেট তৈরি করা হয়েছে। এই আবেদন ফরমটি অনলাইন ও অফলাইনে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান আবেদন করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে অনলাইন/অফলাইনে ফরমটি সরবরাহ করে সঠিক তথ্যসহ ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য বুঝিয়ে বলবেন। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান/উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস/জেলা শিক্ষা অফিস আবেদনপত্রের মুদ্রিত সংস্করণ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা নিবেন।

---

[১০] মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ দারিদ্র্য সূচকের আওতায় নির্বাচিত হলে তাদের উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচনা করা যাবেনা।

আবেদনপত্র পূরণের সময় যাতে সঠিক তথ্যাদি আবেদনপত্রে প্রতিফলিত হয় প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শ্রেণি শিক্ষক সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ও পরিবীক্ষণ করবেন। আবেদনপত্রের সঠিকতা যাচাই করে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি সঠিকতা সম্বন্ধে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। আবেদনপত্রের তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই বাছাই ও তথ্যাদির বৈধতা সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণিত ৪টি কমিটি কাজ করবে-

- প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি (মেট্রো এলাকার জন্য গঠিত কমিটিসহ মোট ২টি)
- উপবৃত্তি সম্বন্ধীয় উপজেলা ও মেট্রো এলাকার উপদেষ্টা কমিটি

মাঠ পর্যায়ের এই চার কমিটি আবেদনপত্র সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই তথ্যাদির সঠিকতা নিরূপণে প্রয়োজনে আবেদনকারীর বসতবাড়ি পরিদর্শন করে তথ্যাদির সঠিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন। তথ্যাদি নিশ্চিত হবার পর প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠান পর্যায়েই উপবৃত্তির জন্য HSP-MIS সফটওয়্যারে অনলাইনে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নকরতঃ সকল ডাটা অনলাইনেই HSP-MIS সফটওয়্যারের নির্ধারিত বাটনে ক্লিক করে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সফটওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুতকৃত আবেদনকারীদের তালিকার তথ্যাদি অনুমোদনের জন্য উপজেলা/মেট্রো এলাকার উপদেষ্টা কমিটিতে পেশ করবেন। বর্ণিত কমিটিসমূহের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের পর কমিটির কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রস্তুতকৃত আবেদনকারীদের তালিকার তথ্যাদি অনলাইনে HSP-MIS সফটওয়্যারের নির্ধারিত বাটনে ক্লিক করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অনুমোদনের জন্য এবং এর পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেল ও ব্যানবেইজে তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ট্রাস্ট অফিস আবেদনপত্রের তথ্যাদির গুরুত্ব অনুযায়ী ১০০ নম্বর বন্টন করবেন এবং সফটওয়্যারে ডাটা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করবেন।

১১.৬ উপবৃত্তির আবেদন প্রক্রিয়া:

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ ও ১১শ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরাই শুধু উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে উপবৃত্তির আওতা বহির্ভূত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৮ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা জেএসসি/জেডিসি উত্তীর্ণ হয়ে কোনো শিক্ষার্থী যদি ৯ম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে থাকে তবে ঐ শিক্ষার্থীও আবেদন করার যোগ্য হবে। সাধারণতঃ নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির মাসে (৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির জন্য জানুয়ারি এবং ১১শ শ্রেণির জন্য জুলাই মাসে) প্রতিষ্ঠান প্রধান আবেদন করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে অনলাইনে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অফলাইনে আবেদনপত্র বিতরণ করবেন। তবে কোনো শিক্ষার্থীকে আবেদন করতে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা যাবে না। আবেদনকারীরা শ্রেণি শিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থেকে আবেদনপত্রের সকল তথ্য প্রদান করবে।

প্রতি জানুয়ারি /জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহে আবেদনপত্র পূরণের প্রথম সেশন বসবে। শ্রেণি শিক্ষক আবেদনকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলী ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন এবং তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই করে দেখবেন। অসম্পূর্ণ ও সঠিক নয় এমন তথ্যাদির আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে-এ বিষয়টি ভাল করে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে বলবেন।

শিক্ষার্থী কর্তৃক আবেদনপত্র পূরণের পর শ্রেণি শিক্ষক সকল আবেদনপত্র পর্যালোচনা করবেন এবং কোনো ভুল তথ্য পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রথম সেশনে যদি কোনো শিক্ষার্থী কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকেন এবং শ্রেণি শিক্ষক যদি মনে করেন যে এই অনুপস্থিত শিক্ষার্থী/ শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য তাহলে তিনি ফেব্রুয়ারি/আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের সুবিধাজনক দিনে দ্বিতীয় সেশনের আয়োজন করবেন এবং একইভাবে শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্র পূরণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি সহযোগিতা করবেন। এই দ্বিতীয় সেশনের পর আর কোনো শিক্ষার্থীকে আবেদনপত্র পূরণের সুযোগ দেয়া যাবে না। এ বিষয়টি পূর্বেই সকল শিক্ষার্থীদের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে।

আবেদনপত্র পূরণের দ্বিতীয় সেশন শেষ হওয়ার পর শ্রেণিশিক্ষক সকল আবেদনপত্র পর্যালোচনা করবেন এবং আবেদনপত্রের তথ্যাদিতে কোনো অসংগতি থাকলে তা দূর করার যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন। শ্রেণি শিক্ষক ফেব্রুয়ারি/জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের মধ্যে সকল আবেদনপত্র প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে হস্তান্তর করবেন। উল্লেখ্য আবেদনপত্রের তথ্যের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শ্রেণি শিক্ষক দায়ী থাকবেন।

প্রতিষ্ঠান প্রধান ফেব্রুয়ারি /আগস্ট-এর তৃতীয় সপ্তহের ১ম অথবা ২য় কর্মদিবসে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের কমিটির সভা আহ্বান করবেন এবং সকল আবেদনপত্র কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন এবং যোগ্য ও অযোগ্য আবেদনকারীর তালিকা ব্যাখ্যাসহ কমিটির সদস্যদের কাছে তুলে ধরবেন। উল্লেখ্য কমিটি শুধু আবেদনপত্রের তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই এর মাধ্যমে যোগ্য অযোগ্য আবেদনকারী নির্বাচন করবেন। উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্য অযোগ্য আবেদনকারী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসের মাধ্যমে সফটওয়্যারের সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হবে।

১২.ডাটা এন্ট্রি ও এমআইএস (Management Informent System-MIS) তৈরি:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতি জানুয়ারি/জুলাই মাসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবেদনপত্র প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবেন (আবেদনপত্র সংলগ্নী-১)। যে সমস্ত গ্রামীণ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আবেদনপত্র ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করার সুবিধা নেই সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে আবেদনপত্রের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবেন। শিক্ষার্থীদের পূরণকৃত আবেদনপত্রের তথ্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে HSP-MIS সফটওয়্যারে এন্ট্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির এমআইএস আপডেট করবেন।

১২.১ আবেদনকারীর আইডি নম্বর (Identification Number):

আবেদনপত্রের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্ম নিবন্ধন নম্বর Applicant ID হিসাবে হিসাবে ব্যবহৃত হবে। আবেদনকারীর নাম ঠিকানা সম্বলিত এই পরিচিতি নম্বরের একটি প্রিন্ট কপি প্রতি আবেদনকারীকে সরবরাহ করতে হবে এবং আবেদনকারী তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। এই প্রিন্ট কপিই আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র হিসাবে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো প্রয়োজনে আবেদনকারীকে তা উপস্থাপন করতে হবে (প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের নমুনা সংলাগ-০৩)।

১২.২ ডাটা অনলাইনে প্রেরণ:

আবেদনপত্রসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের যাচাই বাছাই কমিটির অনুমোদনের পর আবেদনপত্রের ডাটা অনলাইনে এন্ট্রি সম্পন্ন করতে হবে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান প্রধান তা অনলাইনেই HSP-MIS সফটওয়্যারের নির্ধারিত বাটনে ক্লিক করে কমিটির কার্যবিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করবেন। সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের একটি প্রবাহ চিত্র নিম্নরুপ-

১২.৩ ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজের প্রবাহ চিত্র:

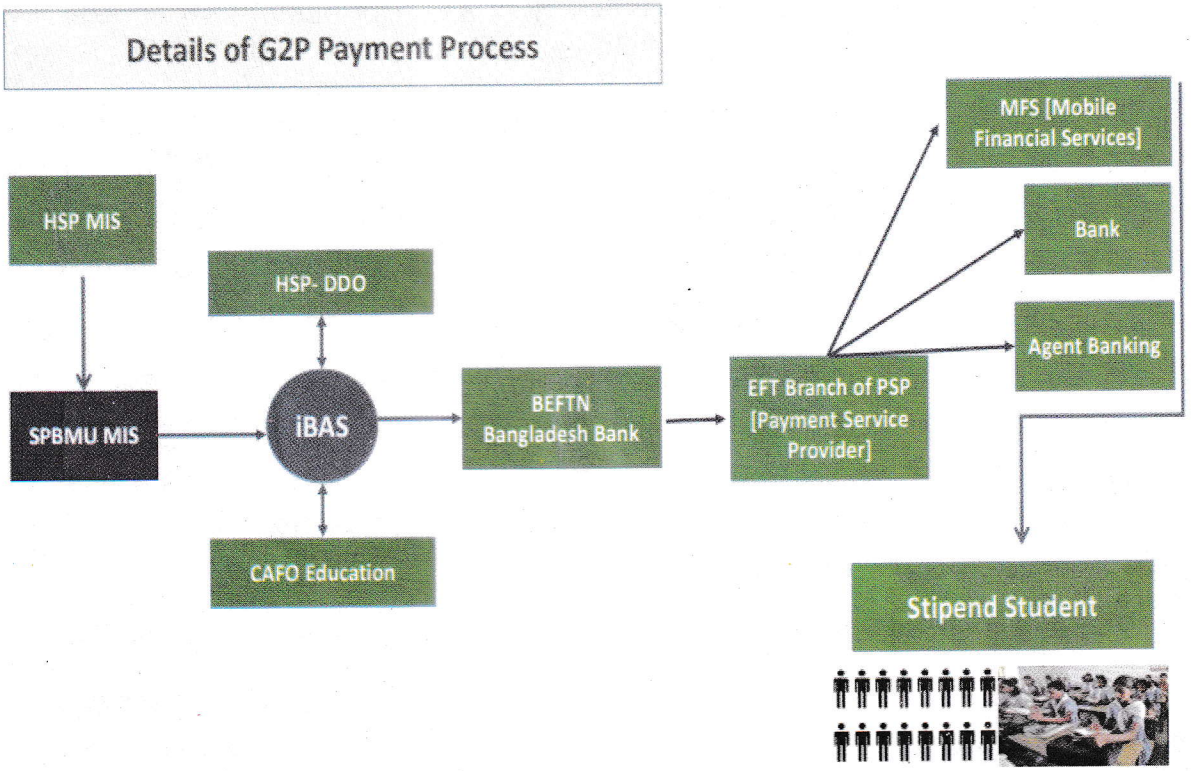

১২.৪ উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন:

উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রতি বছর মার্চ / আগস্ট-এর ১ম সপ্তাহে বর্ণিত কমিটির সভা আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যোগ্য অযোগ্য আবেদনকারীর তালিকাসহ কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কমিটির করণীয় সম্পর্কে সদস্যদের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবেন।

উপদেষ্টা কমিটি পুনরায় আবেদনপত্রের তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। তবে এর সমর্থনে কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কমিটি আবেদনপত্রের তথ্যাদি যাচাইয়ের প্রয়োজনে আবেদনকারীর অভিভাবকের বসতবাড়ি পরিদর্শন করতে পারবে। তবে উপজেলা/মেট্রো উপদেষ্টা কমিটি নতুন করে কোনো আবেদন অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না।

উপদেষ্টা কমিটির যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের পর উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রতিষ্ঠান-ওয়ারী যোগ্য-অযোগ্য আবেদনকারীর তালিকাসহ কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং কমিটির সকল সদস্যকে কার্যবিবরণীর অনুলিপি প্রদান করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কার্যবিবরণী স্ব-স্ব দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন এবং তালিকা অনলাইনে HSP-MIS সফটওয়্যারের নির্ধারিত বাটনে ক্লিক করে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট/সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বরাবর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন।

১৩. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপবৃত্তির হার:

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগ এর স্মারক নং ০৭-০০-০০০০-১০২-২০-০০৫-১৯-৪৯৯; তারিখ ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. মূলে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য বর্ধিত হারে উপবৃত্তির হার অনুমোদন করে, যা ২০১৯ সালের জুলাই মাস থেকে কার্যকর হয়েছে।

শ্রেণি	অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হার			শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক ব্যয়	মন্তব্য
	উপবৃত্তি	টিউশন ফি	পরীক্ষার ফি ও বই ক্রয়		
৬ষ্ঠ	২০০	৩৫	----	২৮২০	২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে কার্যকর
৭ম	২০০	৩৫	-----	২৮২০	
৮ম	২৫০	৩৫	-----	৩৪২০	
৯ম	৩০০	৫০	------	৪২০০	
১০ম	৩০০	৫০	১০০০	৫২০০	পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের উপবৃত্তি/ টিউশন ফি এর হার জুন ২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে
১১শ বিজ্ঞান	৪০০	৮০	১৫০০	৭২৬০	
১১শ অন্যান্য	৪০০	৬৫	১০০০	৬৫৮০	
১২শ বিজ্ঞান	৪০০	৮০	১৫০০	৭২৬০	
১২শ অন্যান্য	৪০০	৬৫	১২০০	৬৭৮০	

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন HSP-MIS সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হবে। তবে তা কোনোক্রমেই সারা দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর শতকরা ৩০ ভাগের কম হবে না। আরো উল্লেখ্য যে ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goal (SDG-4) অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে সকল মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর টিউশন ফি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করবে।

১৪.ডাটা প্রক্রিয়াকরণ:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমন্বিত উপবৃত্তির সকল কার্যক্রম HSP-MIS সফটওয়্যার এপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হবে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই সকল ডাটা HSP-MIS সফটওয়্যার এপ্লিকেশনে প্রয়োজনীয় ডাটা এন্ট্রি দিতে হবে। উল্লেখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই একজন আইসিটি শিক্ষক রয়েছে। তদুপরি ডাটা এন্ট্রি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার স্বার্থে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অনুযায়ী উপজেলা/থানার সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি ক্লাস্টারে (৪/৫টি করে) ভাগ করতে পারেন এবং তাদের মধ্যে সক্ষমতার বিচারে অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা দিয়ে ডাটা এন্ট্রি অভিজ্ঞতা

আদান-প্রদান করতে পারে। এর পূর্বে অবশ্যই উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিয়ে ডাটা এন্ট্রির বিষয়ে সম্যক অবহিতকরণ সভা করবেন। ডাটা এন্ট্রি শেষ হওয়ার পর সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে ডাটা HSP-MIS সফটওয়্যারের নির্ধারিত বাটনে ক্লিক করে এবং সকল আবেদনকারীর চূড়ান্ত তালিকা, অগ্রগামীপত্রসহ বিশেষ বাহক মারফত উপজেলা মাধ্যমিক/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য মূল আবেদনপত্রসমূহ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সংরক্ষিত থাকবে যাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় প্রয়োজনে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এ কাজ ৩০ মার্চ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অপরদিকে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অনলাইনে ডাটা প্রাপ্তির পর উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবান, পুনরায় প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই, অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণসহ সামগ্রিক কাজ শেষ করে ৭ এপ্রিলের মধ্যে অনলাইনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট; ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও ব্যানবেইজ বরাবর প্রেরণ করবেন।

১৫. কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

সকল উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে অনলাইনে ডাটা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এ আসার পর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য একটি নম্বর নির্ধারণ করে HSP-MIS সফটওয়ারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদির গুরুত্ব বিবেচনা করে মোট ১০০ নম্বরের একটি মূল্যায়ন ফরমেট তৈরি করা হবে এবং অনুমোদিত নম্বরের ভিত্তিতে HSP-MIS সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য অনুমোদিত নম্বর যাই হোক না কেন উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা সারাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাচক্রে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর শতকরা ৩০ ভাগের কম হবেনা। উপবৃত্তির জন্য ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রতিবছর ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এবং ১১শ শ্রেণির শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

কেন্দ্রীয়ভাবে ডাটা আপডেট, ডাটা ব্যবস্থাপনা ও ডাটার নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারি কোষাগার থেকে সরাসরি উপকারভোগীর/অভিভাবকের কাছে অনলাইন ব্যাংকিং হিসাবে/মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে অর্থ প্রেরণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের SPFMSP (Strengthening Public Finance Management for Social Protection)প্রকল্প সকল ধরনের কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। এমনকি উপবৃত্তি কর্মসূচির সকল ডাটাবেইস এর নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ভারে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৬. উপবৃত্তি বিতরণ পদ্ধতি:

HSP-MIS সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথেই নির্বাচিত উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের তালিকা সিস্টেম থেকেই ডাউনলোড করা যাবে এবং যে সমস্ত নির্বাচিত শিক্ষার্থী অভিভাবকের মোবাইল ফোন নম্বর, অনলাইন ব্যাংকিং হিসাব নম্বর অথবা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব নম্বর (যেমন বিকাশ, শিওরক্যাশ, রকেট ইত্যাদি) প্রদান করেনি তাদের তালিকাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হবে এবং পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে।

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপবৃত্তি চালু রাখার শর্তানুযায়ী উপকারভোগী শিক্ষার্থীর গত ৬ মাসের ক্লাসে গড় উপস্থিতি, টার্ম পরীক্ষায় অর্জিত গড় নম্বর, বৈবাহিক অবস্থা প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই অনলাইনে HSP MIS এ হালনাগাদ করার ব্যবস্থা থাকবে।

উপরে বর্ণিত শর্তাবলী বিবেচনায় এনে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর অনলাইনে HSP-MIS সফটওয়্যারের নির্ধারিত বাটনে ক্লিক করে প্রেরণ করবেন। উপজেলা/মেট্রো এলাকা থেকে প্রাপ্ত বিতরণ তালিকা এসপিবিএমইউ [(SPBMU MIS) Management Information System of Social Protection Budget Management Unit]-এর এমআইএস-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাইপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথেই তা আইবাস++[(ibas++) Integrated Budget and Accounting System] এ যাবে। সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (Drawing and Disbursing Officer) বিল প্রস্তুত করে পাশের জন্য প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করবেন। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় অডিট সম্পন্ন শেষে বিলটি পাশ করবেন এবং আইবাসের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রানস্ফার (Electronic Fund Transfer) তৈরি করে বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ইএফটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপকারভোগী শিক্ষার্থী / অভিভাবকের নির্ধারিত অনলাইন ব্যাংকিং হিসাব /মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে অর্থ প্রেরণ করবেন।

১৬.১ জি টু পি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থ বিতরণের একটি প্রবাহ চিত্র:

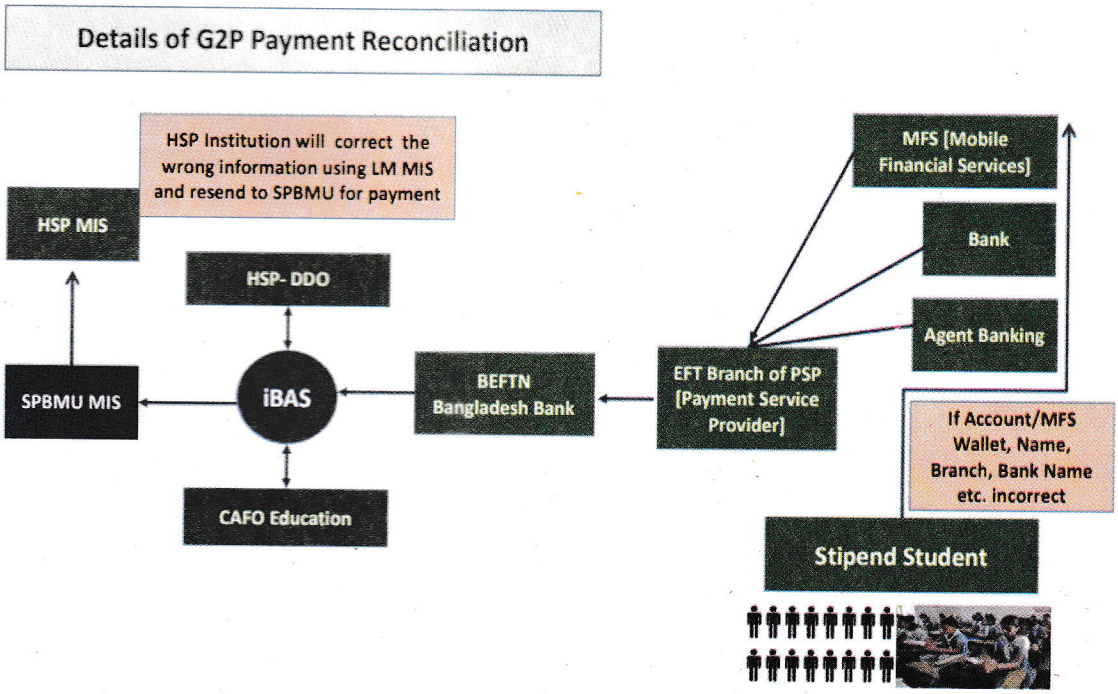

১৭. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা:

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি ইউনিট প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অধীনে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পৃথক জনবল সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট ইতোমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। উপবৃত্তির কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের এ ইউনিটে পদায়ন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এমআইএস সেল-এ কর্মসূচির ডাটা ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। এজন্য এমআইএস সেলকে শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক পরিচালক, উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা/থানা একাডেমিক সুপারভাইজার এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসার এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করবেন। এজন্য অবশ্য অতিরিক্ত জনবলের কোনো প্রয়োজন হবেনা।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নের জন্য সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্ত করবে।

এ কর্মসূচির ফলপ্রসু ডাটা ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার জন্য এর সকল ডাটা Social Protection Budget Management Unit (SPBMU)এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (BCC) সার্ভারে রক্ষিত থাকবে।

'এ কর্মসূচির উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ G2P পদ্ধতিতে Electronic Fund Transfer (EFT) মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীদের অনলাইন ব্যাংকিং/মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে প্রেরণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

১৮. পূর্ববর্তী প্রকল্পের উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা:

পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের বিদ্যমান উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং ১১শ শ্রেণির উপকারভোগী শিক্ষার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে যুক্ত হবে এবং শিক্ষাচক্র সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু রাখার শর্তাদি পালন সাপেক্ষে কর্মসূচির বর্ধিত হারেই উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধাদি পেতে থাকবে।

১৯. যে সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আবেদন করতে পারে না তাদের আবেদন প্রেরণের সুযোগ: [১১]

যে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে উপবৃত্তিযোগ্য শিক্ষার্থীর তথ্য সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি/ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রেরণ করা হয় না সে সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী (উপবৃত্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর তথ্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে স্কিম কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অথবা উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর সরাসরি আবেদন করতে পারবে। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে HSP-MIS এ শিক্ষার্থীর তথ্য অন্তর্ভুক্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

---

[১১] মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিতে স্কিম ডকুমেন্ট সংশোধন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনীর আলোকে।

সংলগ্নীসমূহ:

সংলগ্নী-১-উপবৃত্তির জন্য আবেদন ফরম :

<table>
<tr><td colspan="3">সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি
সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়</td><td colspan="4">আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি</td></tr>
<tr><td colspan="7">আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি</td></tr>
<tr><td colspan="2">শিক্ষার্থীর পরিচিতি নম্বর</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>১</td><td colspan="6">আবেদনকারীর নাম:</td></tr>
<tr><td>২</td><td colspan="2">লিঙ্গ</td><td>ছেলে</td><td>মেয়ে</td><td colspan="2">তৃতীয় লিঙ্গ</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>গ্রাম</td><td colspan="2">ওয়ার্ড</td><td colspan="2">ইউনিয়ন</td><td>পৌরসভা</td></tr>
<tr><td>৪</td><td colspan="6">জন্ম তারিখ:</td></tr>
<tr><td>৫</td><td colspan="3">আবেদনকারীর পিতা-মাতার তথ্য:
• মাতা
• পিতা</td><td colspan="3">• জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
• জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর</td></tr>
<tr><td>৬</td><td colspan="3">পিতা-মাতার অবর্তমানে অভিভাবকের নাম:</td><td colspan="3">• জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৭</td><td rowspan="2">অভিভাবকের ঠিকানা-</td><td>গ্রাম</td><td colspan="2">ইউনিয়ন</td><td>পৌরসভা</td></tr>
<tr><td>ওয়ার্ড</td><td colspan="2">উপজেলা</td><td>জেলা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৮</td><td colspan="6">তোমার পড়াশুনার খরচ কে বহন করেন-</td></tr>
<tr><td colspan="2">o বাবা</td><td colspan="2">o মা</td><td colspan="2">অভিভাবক</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৯</td><td colspan="6">আবেদনকারী কি বাংলাদেশের কোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত</td></tr>
<tr><td colspan="2">o হ্যাঁ</td><td colspan="2">নৃ-গোষ্ঠীর নাম</td><td colspan="2">না</td></tr>
<tr><td rowspan="2">১০</td><td colspan="6">আবেদনকারী শিক্ষার্থী কি বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান (বীর মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনী)</td></tr>
<tr><td colspan="2">o হ্যাঁ (প্রমাণপত্র আপলোড করুন)</td><td colspan="3">মুক্তিযোদ্ধার নাম ও সম্পর্ক</td><td>না</td></tr>
</table>

১১	আবেদনকারীর অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা-				
১২	আবেদনকারীর অভিভাবকের স্বামী/স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা-				
১৩	আবেদনকারীর পূর্বের শিক্ষার লেভেল-				
	○ প্রাথমিক	○ নিম্নমাধ্যমিক	○ মাধ্যমিক	প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
১৪	আবেদনকারী কি সরকারি কোনো উৎস থেকে উপবৃত্তি/শিক্ষাভাতা পান ?			হ্যাঁ	না
১৫	আবেদনকারীর অভিভাবকের মোবাইল ফোন নম্বর যার মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের খুদেবার্তা পেতে ইচ্ছুক				
স্বাস্থ্য					
১৬	আবেদনকারীর কি কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধিতা আছে?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
১৭	আবেদনকারীর অভিভাবকের কি কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধিতা আছে?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
১৮	আবেদনকারীর পরিবারের কোনো সদস্য কি জন্মগতভাবে/দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন ?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
১৯	আবেদনকারী কি কোনো দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য ঔষধের উপর নির্ভরশীল ?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
২০	আবেদনকারীর পরিবারের কোনো সদস্য কি কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন ?			প্রমাণপত্র আপলোড করুন	
শিক্ষা					
২১	আবেদনকারীর বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম			ইআইআইএন	
২২	বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা-				
	উপজেলা	ইউনিয়ন	ওয়ার্ড	পৌরসভা	
২৩	আবেদনকারীর পূর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম (ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য)				